নয়া দিগন্ত

বাজেটের আয়-ব্যয়ের অঙ্ক অর্জন করা যাবে না : আকবর আলি খান

১৫ জুন ২০১৯, ০০:০০

ব্র্যাক বিজনেস স্কুল আয়োজিত বাজেট পরবর্তী সংলাপ অনুষ্ঠানে অতিথিরা : নয়া দিগন্ত -

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলি খান বলেছেন, বাজেটে আয় ব্যয়ের যে সংখ্যা বলা হচ্ছে, তা অর্জন হবে না। এ সংখ্যাগুলো কতটা বাস্তব সেটি নিরূপণ করাও একটি সমস্যা। বাজেট যখন সংসদে পেশ হবে, তখন সংখ্যাগুলো বাস্তব হওয়া উচিত। কয়েক বছর ধরে অবাস্তব সংখ্যার বাজেট পাস করা হচ্ছে।

ব্র্যাক বিজনেস স্কুল আয়োজিত বাজেট প্রতিক্রিয়ায় আকবর আলি খান এ কথা বলেন। রাজধানীর মহাখালীতে ব্র্যাক ইন সেন্টারে গতকাল সকালে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে বাজেটের ওপর আলোচনায় আরো অংশ নেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক

অর্থ উপদেষ্টা মির্জা আজিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেহ উদ্দিন আহমেদ ও আইপিডিসি ফাইন্যান্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মমিনুল ইসলাম।

আকবর আলি খান বলেন, সংসদে বাজেট নিয়ে কোনো আলোচনা হবে না। হয়তো বা এমন কোনো সংসদ সদস্য পাওয়া যাবে না, যিনি এ বাজেটের পুরোটা পড়বেন। প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদ দিয়ে অর্থমন্ত্রী যে বাজেট উপস্থাপন করেন, তা-ই অনুমোদন হবে। অথচ আমাদের সংবিধানে বলা হয়েছে, জনপ্রতিনিধির মতামত ছাড়া কোনো কর আরোপ করা যাবে না। আমাদের কর আরোপ, খরচ কোনো কিছুতেই জনপ্রতিনিধিদের মতামত নেয়া হচ্ছে না।

ড. আকবর আলি খান বলেন, বাজেটের আকার প্রতি বছর বাড়ছে। সক্ষমতার ঘাটতির মাত্রাও বাড়ছে। বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা ক্রমেই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে উঠছে। আগামী অর্থবছরেও এ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে।

তিনি বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনের বার্ষিক গড় হার কমে আসছে। এ অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা থেকে কিভাবে উত্তরণ হবে, তার কোনো ঘোষণা নেই। আবার আঞ্চলিক বৈষম্যও প্রকট। অনেক জেলায় ৫০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে। এ বৈষম্য দূর করতে কোনো উদ্যোগ বাজেটে নেই।

ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, বাজেটের চ্যালেঞ্জ হলো সমতাভিত্তিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা। যেভাবে আয় বৈষম্য বাড়ছে, সেখানে প্রবৃদ্ধি হয়ে কী হবে। পাকিস্তান আমলে ছিল, আগে প্রবৃদ্ধি পরে বিতরণ। এ বাজেটে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্তরা চাপে পড়ে যাবে। এটা কিছু দিন পরই বোঝা যাবে।

জনাব মমিনুল ইসলাম বলেন, আমদানি কমাতে বিলাস পণের ওপর কর আরোপ করা যেত, সেটা হয়নি। আমরা এখন আর্থিক খাত নিয়ে সমস্যায় থাকলেও দীর্ঘ মেয়াদে শিক্ষার মান নিয়ে সমস্যায় পড়ব। কারণ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব চলছে। ফলে যে মানের লোকবল প্রয়োজন হবে, আমরা তা গড়ে তুলছি না।